দৈনিক বাংলা

129

তারিখ 20/2/80
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে কাজে যোগ দিন

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে অবিলম্বে নিজ নিজ কাজে যোগ দেয়ার জন্যে সরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে বাসস প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে শাহ আজিজ বলেন, তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর পেয়েছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই কাজে যোগ দিতে শুরু করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শিক্ষকদের সবাই কাজে যোগদান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায়সংগত সব দাবী-দাওয়া পূরণ হওয়া সত্ত্বেও এটা দুর্ভাগ্যজনক যে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি, যিনি নিজে প্রাথমিক শিক্ষক নন—সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারীকৃত ১৯৮১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশের বিধানসমূহের অপব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করছেন।

প্রধানমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৮১ তে এগারো সদস্যের কমিটির সুপারিশসমূহ পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তাদের সব দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে সম্পূর্ণ অমূলক আশংকার ভিত্তিতে চালিত এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশের বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করে শাহ আজিজ বলেন অধ্যাদেশের ১২ নং ধারায় বলা আছে অধ্যাদেশ বলবৎ হবার অব্যবহিত পূর্বে যারা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এই অধ্যাদেশ জারী হবার পর তারা অধ্যাদেশ জারীর অব্যবহিত পূর্বে প্রযোজ্য শর্তেই কাজ করবেন।

তিনি বলেন অধ্যাদেশের ৭ নং ধারার অধীনে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের নিয়োগের পদ্ধতি এবং তাদের চাকরির শর্তাদি নিরূপণ করা। একই ধারার ও উপবিধিতে বলা হয়েছে, সরকার প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের বেতন, ভাতা, অবসর ভাতা, গ্রাচুইটি এবং চাকরির শর্ত অনুযায়ী অন্যসব সুযোগ-সুবিধা বাবদ প্রাপ্য সকল অর্থ সংস্থান করবেন।

চ এবং ছ উপধারা অনুযায়ী সরকার প্রাথমিক স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের পদ অনুমোদন করবেন এবং প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তহবিল সংস্থান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন অধ্যাদেশের যে ধারায় প্রাথমিক স্কুলের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সেই ২ নং ধারায় বলা আছে যে প্রাথমিক স্কুল বলতে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণাধীন প্রাথমিক স্কুলকেই বুঝাবে।

১১ নং ধারার অধীনে সরকার অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মত নির্দেশ ও আদেশ জারী করবেন। তিনি বলেন সকল সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারী কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধি ১৯৭৬ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন অধ্যাদেশের ১৫ নং ধারায় সরকারের এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে।

তিনি বলেন, কাজেই দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের সরকারী পদমর্যাদা সম্পর্কে ব্যাখ্যা বোধক কিছুই নেই।